BNGE (4th Sem) Hons : আধুনিক বাংলা : by. Dr Biswajit Podder.

১৭৬০ অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় আধুনিক বাংলা। আধুনিক বাংলার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল -

১) গদ্যের জন্ম। অবশ্য অনেক আগে থেকেই বাঙালীর মুখে মুখে গদ্যের ব্যবহার ছিল।

২) কলকাতা ও তার নিকটবর্তী হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, উ: ২৪ পরগনায় চলিত গদ্যের ব্যবহার শুরু হয়। সাধু গদ্য ব্যবহৃত হত সাহিত্য রচনায়। অবশ্য চলিত গদ্যেও এখন সাহিত্য রচিত হচ্ছে

৩) সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গের দীর্ঘরূপ এখনো বর্তমান। যেমন - করিয়া, তাহারা, হইতে।

৪) অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

করিয়া > কইর্যা (অপিনিহিতি) > করে (অভিশ্রুতি)

৫) আধুনিক বাংলায় স্বরসঙ্গতির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়।

যেমন- দেশি > দিশি
মুলা > মুলো
বুনিয়াদ > বোনেদ
বিলাতি > বিলিতি

৬) মূল ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে 'অনট' প্রত্যয় যোগে প্রথমে ক্রিয়াজাত বিশেষ্যপদ রচনা করা হতো।

যেমন - গম্‌ + অন্‌ = গমন।

তারপর তাকে পূর্বপদ রূপে গ্রহণ করে 'কৃ' ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করা হতো।

যেমন: গমন করা।

এই যৌগিক ক্রিয়াপদ প্রথমে সাধুভাষায় প্রযুক্ত হত। এরপর চলিত ভাষাতেও প্রয়োগরীতি প্রচলিত হয়।

যেমন: গমন করিয়া ...... গমন করে।

৭) আধুনিক বাংলায় সংযোজক অব্যয় হিসাবে 'এবং' 'ও' এর ব্যবহার বহুল।

'ও' = ড: সুকুমার সেনের মতে ফারসী 'ব' (অও) থেকে এসেছে।

৮) নঞর্থক অব্যয় (না, নাই, নি) সমাপিকা ক্রিয়ার পরে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে।

যেমন: মেয়েটি খায় নি।
মেয়েটি না স্নান করল, না খেলো।

৯) একাধিক সরল বাক্যকে সংযোজক অব্যয় যোগে যৌগিক বাক্যে পরিণত করা হয়।

১০) পুরানো পয়ার থেকে অমিত্রাক্ষর, গৈরিশ ছন্দ তৈরী হল। আধুনিক কবিতায় গদ্যছন্দ ব্যবহৃত হতে শুরু হল। ইংরাজী ও সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার ও দেখা দি

১১) বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে নানারকম বিদেশী শব্দের ব্যবহার শুরু হল।

১২) কারকবাচক অনুসর্গের ব্যবহার বাড়লো।

১৩) প্রবাদ-প্রবচন-পরিভাষার ব্যবহার বেড়ে গেল এই আধুনিক বাংলায়।